এই সময়

বয়স্কদের স্মৃতিভ্রংশ, অবসাদে বাড়ছে বাড়ির অশান্তি

এই সময়: দুর্ব্যবহারের সমস্যাটা শুরু হয়েছিল বছরখানেক আগে। কিন্তু এখন সেটা সহ্যের সীমা পেরিয়েছে। তিতিবিরক্ত দুই ছেলে মাকে নিয়ে এসেছিলেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। ডাক্তারবাবু বুঝেছিলেন, কারণ-অকারণে সংসারে অশান্তি পাকানোর যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে বৃদ্ধার আচরণে, তার আসল কারণ অবসাদ। অ্যান্টি-ডিপ্রেস্যান্ট ওষুধে মাস দেড়েকের মাথাতেই ফল মিলেছিল— সত্তর ছুঁইছুঁই মা একেবারে পুরোনো মেজাজে। অশান্তিও গায়েব সংসার থেকে।

একান্নবর্তী পরিবারের প্রবীণতম সদস্যকে নিয়ে বিচিত্র সমস্যায় পড়ার পর চিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর মেয়ে-জামাই। তাঁদের বক্তব্য, 'সারা জীবন যে মানুষটাকে আদর্শবাদী হিসেবে বেঁচে থাকতে দেখেছি, আজকাল তিনিই কি না অকারণে মিথ্যে বলেন!' চিকিৎসকের অবশ্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি, আচরণগত এই সমস্যার শিকড় আসলে বয়সজনিত স্মৃতিভ্রংশ ও তা থেকে জন্মানো মনোবিকারেরই অঙ্গ। চিকিৎসায় সাড়া দেন ওই বৃদ্ধও।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বয়স্ক সদস্যদের আচরণগত পরিবর্তনের জেরে তৈরি হওয়া এহেন সমস্যা আজকাল দেখা যাচ্ছে ঘরে ঘরে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, তাঁদের ক্লিনিকে এমন রোগীর ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। কেননা, স্বাভাবিক নিয়মেই শারীরবৃত্তীয় কিছু কারণে অবসাদ, স্মৃতিভ্রংশ-সহ বেশ কিছু মানসিক রোগের জন্ম হয় বয়সকালে। সে সবের চিকিৎসায় ফলও মেলে। কিন্তু চিকিৎসকদের আক্ষেপ, সিংহভাগ পরিবারই বয়সজনিত এই সব মানসিক সমস্যার কার্য-কারণ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন না-হওয়ায় খলনায়ক হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছেন বাড়ির প্রবীণ সদস্যরা। ফলে চিকিৎসাও হয় না। আর এর জেরেই অবধারিত ভাবে নানা পারিবারিক অশান্তি দানা বাঁধে গৃহস্থের অন্দরমহলে।

মত চিকিৎসকদের

পাভলভ হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ শর্মিলা সরকারের বক্তব্য, 'অসচেতনতার কারণেই বিষয়টি মানসিক সমস্যা থেকে সামাজিক ঝঞ্ঝাটে পরিণত হয়েছে। প্রবীণ মানুষের সমস্যা বুঝতে না-পারা কিংবা জোর করে না-বোঝার যে মানসিকতা রয়েছে, তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। সমস্যা বাড়তে থাকায় একসময়ে আত্মহত্যার মতো চরম সিদ্ধান্ত নিতেও বাধ্য হন অনেক বয়স্কই। তাঁর বক্তব্যের সরাসরি প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে। ২০১৫-র ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর আত্মহত্যা সংক্রান্ত হিসেব বলছে, গোটা দেশে গত এক বছরে ১০,৩৯৪ জন ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছেন। এর মধ্যে ২,৩২২ জনের আত্মহত্যার কারণ পারিবারিক সমস্যা। আর অসুস্থতার কারণে যে ৩,৫৫৭ জন আত্মহত্যা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ (৯৫৩ জন) আত্মঘাতী হয়েছেন নানাবিধ মানসিক সমস্যার কারণে। শর্মিলা অবশ্য মনে করেন, 'যাঁদের পারিবারিক সমস্যার কারণে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে ধরা হয়েছে, তাঁদের সিংহভাগেরই নিঘাত আসল সমস্যাটা ছিল মানসিক। কিন্তু পরিবারের অজ্ঞতায় তা ধরা পড়েনি। তাই মানসিক ব্যাধিজনিত আত্মহত্যার তালিকায় সে সব নজির ঠাঁই পায়নি।'

বয়স্করোগ বিশেষজ্ঞ ধীরেশ চৌধুরীর গলাতেও এক সুর। তিনি বলেন, 'প্রবীণ বয়সে একাকিত্ব গিলে খায়। অর্থ উপার্জনের সমস্যার কারণে অনেকেই নিজেকে ব্রাত্য মনে করেন পরিবারে। এই সব সমস্যা একসময়ে অবসাদের জন্ম দেয়। কিন্তু পরিবারের বাকি সদস্যরা এই সব বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দেয় না। ফলে মূল সমস্যার শিকড়টা অধরাই থেকে যায়।' ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রির শিক্ষক-চিকিৎসক সুজিত সরখেল জানান, বয়স্কদের আচরণে বদল, সাধারণ ব্যাপার ভুলে যাওয়া, আচমকা প্রিয়জনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করা, অপরিচিতের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেওয়া ইত্যাদির মতো যে সব প্রবণতা দেখা যায়, সেগুলোর অনেকগুলির সূত্রপাতই সব সময় নিখাদ মানসিক হয় না। সেগুলোর বেশির ভাগই ভাস্কুলার ডিপ্রেশন (রক্তবাহিকার সমস্যা থেকে তৈরি অবসাদ) এবং ডিমেনশিয়া (স্মৃতিভ্রংশ)।